বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪

(২০১৪ সনের ১৫ নং আইন)

Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন), অত:পর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ ও উহাদের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘসময় পূর্বে জারিকৃত উক্ত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনে না থাকাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল ষ্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরিবর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 (Ordinance No. LII of 1982) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অতিথি" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি অর্থের বিনিময়ে কোনো হোটেলের আবাসন বা আবাসন ও খাদ্য এবং অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেন;

(২) "ক্রেতা" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি অর্থের বিনিময়ে কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁর খাদ্য, পানীয়, বা অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেন;

(৩) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৪) "নিবন্ধক" অর্থ প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক;

(৫) "নিবন্ধন সনদ" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ;

(৬) "নিয়ন্ত্রক" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(৭) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৮) "ব্যক্তি" অর্থে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "মালিক" অর্থ হোটেল বা রেস্তোরাঁর স্বত্বাধিকারী, অংশীদার বা এমন কোনো পরিচালক, যিনি উক্ত হোটেল বা রেস্তোরাঁর মুনাফার অংশ প্রাপ্য হন;

(১০) "রেস্তোরাঁ" অর্থ এমন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেখানে অর্থের বিনিময়ে ৩০ (ত্রিশ) জন বা তদূর্ধ্ব ক্রেতা আসন গ্রহণপূর্বক মানসম্মত খাদ্য সেবা গ্রহণ করিতে পারে;

(১১) "লাইসেন্স" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স;

(১২) "সেবা" অর্থ হোটেল বা রেস্তোরাঁ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো সেবা;

(১৩) "হোটেল" অর্থে অন্যূন ১০ (দশ) শয়নকক্ষ বিশিষ্ট কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যেখানে অর্থের বিনিময়ে অতিথিদের জন্য আবাসন, খাদ্য বা আবাসন ও খাদ্যসহ অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং গেষ্ট হাউজ, মোটেল, রিসোর্ট, রেষ্ট হাউজ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

নিয়ন্ত্রক

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:-

(ক) জেলা প্রশাসক; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিযুক্ত কর্মকর্তা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত নিয়ন্ত্রককে সহায়তা প্রদানের জন্য, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলী

৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ধারা ৪ এর-

(অ) দফা (ক) এ উল্লিখিত নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অনধিক দুই তারকামানের হোটেল ও সকল রেস্তোরাঁর,

(আ) দফা (খ) এ উল্লিখিত নিয়ন্ত্রক কর্তৃক তিন ও তদূর্ধ্ব তারকামানের হোটেলের,

লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিলকরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা

৬। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিয়ন্ত্রক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য হোটেল ও রেস্তোরাঁ নিয়মিত পরিদর্শন ও , প্রয়োজনে, তদন্ত করিতে পারিবেন।

নিবন্ধন ও লাইসেন্স ব্যতিত হোটেল বা রেস্তোরাঁ পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা

৭। এই আইনের অধীন নিবন্ধন সনদ ও লাইসেন্স ব্যতিত কোনো ব্যক্তি হোটেল বা রেস্তোরাঁ পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

হোটেল বা রেস্তোরাঁর নিবন্ধন সনদ ইস্যু, ইত্যাদি

৮। (১) কোনো ব্যক্তি হোটেল বা রেস্তোরাঁ পরিচালনা করিতে চাহিলে নির্ধারিত ফি ও পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নিবন্ধক উহার সঠিকতা সম্পর্কে-

(ক) নিশ্চিত হইলে নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফরমে আবেদনকারীর অনুকূলে শর্তসহ নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন;

(খ) নিশ্চিত না হইলে, আবেদন নামঞ্জুর করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উক্তরূপ নামঞ্জুরের বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

হোটেল ও রেস্তোরাঁর ব্যবসা আরম্ভ, ইত্যাদি

৯। (১) নিবন্ধন সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে-

(ক) হোটেলের ক্ষেত্রে, ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে,

(খ) রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে, ১ (এক) বৎসরের মধ্যে,

হোটেল বা, ক্ষেত্রমত, রেস্তোরাঁর ব্যবসা আরম্ভ ও লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি হোটেল বা রেস্তোরাঁর ব্যবসা আরম্ভ ও লাইসেন্স গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন সনদ বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো নিবন্ধন সনদ বাতিল হইলে, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসরণপূর্বক, নিবন্ধন সনদের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাইবে।

লাইসেন্স, ইত্যাদি

১০। (১) প্রত্যেক মালিক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্সের জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) নিয়ন্ত্রক, ধারা ১১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া এবং আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলী পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক,-

(ক) সন্তুষ্ট হইলে, নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট মালিক বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করিবেন;

(খ) সন্তুষ্ট না হইলে, লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্তরূপ নামঞ্জুরের বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মালিককে অবহিত করিবেন।

লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা

১১। কোনো মালিক লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি-

(ক) হোটেল বা রেস্তোরাঁর ভবন কাঠামোগতভাবে নিরাপদ বা আগুন, বিদ্যুৎ অথবা গ্যাসজনিত দুর্ঘটনা হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষিত না হয়;